গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৩ এপ্রিল, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করছে শোষিত মানুষের মুক্তি

২৪ এপ্রিলের আহ্বান

আগামী ২৪ এপ্রিল মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে-গড়া, শোষিত সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এ বছর দিনটি এমন একটি সময়ে পালিত হতে চলেছে যখন দেশে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রে পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় বিজেপি শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের যে উজ্জ্বল ছবিই তুলে ধরার চেষ্টা করুক, দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করছেন যে, বহু ব্যয়ে প্রচারিত বিজেপির এই 'নতুন ভারত' — আর যারই হোক, অন্তত শোষিত-নিপীড়িতের নয় দেশের মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, ধনিকশ্রেণীর উন্নয়নের সাথে এই বিশাল জনসমষ্টির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা এও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন যে, বিজেপির নীতি দেশ তথা সাধারণ মানুষের জীবনকে সর্বনাশের কোন্ গহ্বরে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

তীব্র পুঁজিবাদী শোষণ ও নিপীড়নে সাধারণ মানুষের জীবন আজ জেরবার। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত। হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী, কোটি কোটি বেকারের কাজ নেই, চাষীর ফসলের দাম নেই, মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া, দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে, সরকারি সম্পত্তির অবাধ লুঠতরাজ চলছে নেতা-মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ মদতে। বন্ধ কারখানার শ্রমিক, ফসলের দাম না পাওয়া ঋণভারে জর্জরিত চাষী আত্মহত্যা করছে সপরিবারে। এই হচ্ছে বিজেপির 'ইণ্ডিয়া শাইনিং'-এর প্রকৃত চেহারা। বাস্তবে দেশের মুষ্টিমেয় যে অংশের মানুষের জীবন অতীতের কংগ্রেসী শাসনের মতোই তাদের শাসনেও প্রকৃতই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তারা হল দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। মুষ্টিমেয় এই লাভবান গোষ্ঠীর সাথে দেশের বেশিরভাগ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের আয়ের পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমানভাবে জনগণের সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাৎ, বিপুল অঙ্কের আর্থিক কেলেঙ্কারি, কুখ্যাত ক্রিমিনালদের পৃষ্ঠপোষকতা, ঘুষখোর-কালোবাজারি ও শত শত কোটি টাকার ঋণখেলাপিদের সমাজে অবাধ বিচরণই আজ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্মম পুঁজিবাদী শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষোভ যত তীব্র রূপ ধারণ করছে ততই তাকে দমন করার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী নানা ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপের আশ্রয় নিচ্ছে। একের পর এক দানবীয় আইন পাস করানোর মাধ্যমে পুলিশ-প্রশাসনের হাতে আরও বেশি বেশি করে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, বহু লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক এবং নাগরিক অধিকারগুলি হরণ করা, বিচারব্যবস্থাকে জনগণের অধিকারভঙ্গের কাজে লাগানো — এ সবই প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করছে। সাথে সাথে চিন্তাগত ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরির জন্য যুক্তিভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপ্রক্রিয়ার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে পরিত্যক্ত, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ চিন্তায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ; সাম্প্রদায়িক, জাত-পাত ভিত্তিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্র এবং অন্যান্য বিভেদপন্থী চিন্তাগুলিকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে ; এবং অশ্লীল সিনেমা, সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রসার এবং অনৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহ দেওয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ওপর চরম আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে।

অপরদিকে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যাবে, বিজেপি-কংগ্রেস দুই প্রধান বুর্জোয়া দল এবং তাদের সহযোগী অন্যান্য সুবিধাবাদী দলগুলি নির্বাচনে পরস্পর যত বিরোধিতাই দেখাক এবং পরস্পর যত কাদা

আটের পাতায় দেখুন

নির্বাচনী লড়াইয়ে

এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি

জনমনে আলোড়ন তুলছে

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তমলুক, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও কাঁথি এই চারটি আসনে এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়াই করছে, তা ব্যাখ্যা করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে গণদাবী'র বিশেষ একটি বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে। জেলায় পার্টি কর্মীরা সেই বুলেটিন নিয়েই হাটে-বাজারে, ঘরে ঘরে মানুষের কাছে যাচ্ছেন। পাশাপাশি জনগণের যেসব দাবিগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়, তার সমর্থনে দাবিপত্রে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে, ছাত্র-যুবকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য, অর্থসাহায্য চাওয়া হচ্ছে জনগণের কাছ থেকেই। এই প্রচার আন্দোলনে কর্মীরা জনগণের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সমর্থন ও সাড়া পাচ্ছেন। বহু স্থানে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরাও এগিয়ে আসছেন এস ইউ সি আই-এর সমর্থনে। বস্তুত এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি জনগণের মধ্যে আবেগ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনেকেই একমাত্র এই রাজনীতির মধ্যেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

যেমন নন্দীগ্রাম থানার কয়েকজন প্রবীণ সি পি আই ও সি পি এম কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে বেশ কিছুদিন বসে ছিলেন, এস ইউ সি আই দলের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ নির্বাচনে তাঁরা কমরেড মানব বেরার সমর্থনে প্রচার করছেন। সি পি আইয়ের একদল গরিব খেতমজুর কর্মী এ নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীর পক্ষে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন। পরে এস ইউ সি আই কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন। মহিষাদল, চণ্ডীপুর, তমলুক, নন্দকুমার থানার বহু মানুষ যাঁরা কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সি পি এমকে সমর্থন করতেন, কিন্তু এস ইউ সি আই-এর পরিচালিত বিদ্যুৎ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা আজ প্রকাশ্যেই বলছেন, এই দল ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হবে না। চণ্ডীপুর থানার এক সি পি এম সমর্থকের ছেলে নিজের বাড়ির দেওয়াল আগলে রেখেছিল এস ইউ সি আই প্রার্থীর সমর্থনে লেখার জন্য। পিতার আপত্তি থাকলেও ছেলে সঙ্কল্পে অটল। হলদিয়ার চৈতন্যপুর এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি সি পি এম ছেড়ে দিয়ে এস ইউ সি আই-এর সমর্থনে প্রচারে নেমেছেন।

বহু গ্রামের মানুষ এস ইউ সি আই কর্মীদের ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্রামে বৈঠক করছেন, নয়া পঞ্চায়েত করের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা এস ইউ সি আই কর্মীদের অনুরোধ জানাচ্ছেন।

মেদিনীপুর শহরে অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল সহ বিভিন্ন পেশার মানুষদের

সাতের পাতায় দেখুন

মাত্র একটি শাড়ির জন্য

''যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষে করতে পারে না, সে কি-রকম সভ্যতা?'' — শরৎচন্দ্র*

বিজেপির সুরাজে 'ভারত উদয়' এতদূর হয়েছে এবং সুখের হাওয়া এমন বইছে যে দেশের গরিব মানুষ মাত্র চল্লিশ টাকা দামের একটা শাড়ি পাওয়ার জন্য জীবন বলি দিতে দ্বিধা করছে না। স্বাধীন ভারতের নানা রঙের শাসকদের শোনানো 'উন্নয়নে'র বুলির আড়ালে, শাসক ও উচ্চবিত্তের তথাকথিত শান্তির বাতাবরণের নিচে চাপা পড়া গরিবের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস, লক্ষ্ণৌতে পদপিষ্ট পঁচিশ জনের শেষনিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। নির্লজ্জ ও ভণ্ড বাজপেয়ি নিহতদের শ্রাদ্ধের দিন ওই লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বলেছেন — একটা শাড়ির জন্য এই হাহাকার, ভাবলে অবাক হতে হয়। বলাবাহুল্য, তাঁর কপট শোকপ্রকাশের লক্ষ্যও ভোট, ভোটের মুখে কালি লাগা ভাবমূর্তির কলঙ্ক মোছার ব্যর্থ চেষ্টা।

একটি শাড়ির জন্য এরা মা'কে হারিয়েছে

গদিতে বসে পাঁচ বছর গরিবদের লুঠ করে গড়ে তোলা বিশাল ধনভাণ্ডার থেকে ছিঁটেফোঁটা গরিবদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, তাদের ত্রাতা সেজে ভোট কুড়িয়ে আবার পাঁচ বছর লুঠবার লাইসেন্স পাওয়া — এটাই বিজেপির লক্ষ্য। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায় এড়াতে বিজেপি নেতা লালজি

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভুবনেশ্বরীতে পঞ্চশহীদ স্মরণসভা

গত ২৫ মার্চ কুলতলির গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের ভুবনেশ্বরী গ্রামে মহাদেব স্মৃতি মার্কেটের পার্শ্বস্থ ময়দানে ১৯৯৭ সালের ২০ মার্চ সি পি আই (এম) গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে নিহত পঞ্চ শহীদ কমরেড সুবল মণ্ডল, কমরেড কৃত্তিবাস গিরি, কমরেড গোপাল ঘোষ, কমরেড মনোরঞ্জন শাসমল এবং কমরেড জয়দেব পাইক-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন ভুবনেশ্বরী আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন মাইতি। সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কুলতলির বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। তিনি বর্তমানে যেভাবে গরিব চাষী ও খেতমজুরদের ওপর বিপুল পরিমাণে করের বোঝা চাপানো হচ্ছে এবং সুন্দরবনকে সাহারা গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভার প্রধান বক্তা কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য হত্যা, সন্ত্রাস এবং অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায় না, ইতিহাসের এই শিক্ষাকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শহীদ আমির আলী হালদার, পঞ্চ শহীদ, শহীদ অশোক হালদার প্রমুখ গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে প্রাণ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করে ছাত্র-যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে পঞ্চ শহীদের স্মরণে রচিত শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ করেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, প্রবোধ পুরকাইত, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা শাখার বিশিষ্ট সংগঠক, কমরেড সাখাওয়াৎ হোসেন গত ১ এপ্রিল রাত্রি ১০টায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃতদেহ দলের কার্যালয়ে আনা হলে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সাধন রায় সহ দলের ও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা ও সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রথম জীবনে কমরেড সাখাওয়াৎ হোসেন সি পি এম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। সি পি এম সরকারি ক্ষমতায় এলে তিনি বুঝতে পারেন যে সেটি একটি অমার্কসবাদী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল। প্রকৃত বিপ্লবী দলের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দলের সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৮০ সালে সচেতনভাবে দলে যোগ দেন। তিনি ছিলেন নিরহংকার, আত্মপ্রচার বিমুখ ও সংস্কৃতিমনস্ক।

কমরেড সাখাওয়াৎ হোসেন লাল সেলাম

মাত্র একটি শাড়ির জন্য

একের পাতার পর

ট্যান্ডনের জন্মদিনের বাহানা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির সঙ্গে। বিজেপির আঞ্চলিক নেতারা, বিশেষত মহিলা শাখার নেত্রীরা, বেছে বেছে গরিব মহল্লায় নতুন শাড়ি এবং এলাহি ভোজের টোপ ঝুলিয়ে কুড়ি টাকা দামের প্রবেশপত্র বিক্রি করেছিলেন। লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যাদের জোটে না, ডাল-ভাতই যাদের কাছে মস্ত ভোজ — তেমন মানুষেরা বহু কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে কিনেছিল যমদরজা পার হওয়ার প্রবেশপত্র। সংবাদে প্রকাশ, 'অনুষ্ঠান শেষ' ঘোষণা করা মাত্র শাড়ি পেতে উন্মত্তভাবে ছুটে যায় দলে দলে মানুষ; যার পরিণতিতেই মর্মান্তিকভাবে পিষে মারা গিয়েছেন পঁচিশ জন, আহত কয়েকশ'। প্রশাসনের চোখে এরা 'বেপরোয়া' 'বিশৃঙ্খল' জনতা। এই বললেই সরকারি দায়িত্ব হয়ত শেষ হয়। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালা কত অসহনীয় হলে মানুষ একটা চল্লিশ টাকা দামের শাড়ির জন্য মরণঝাঁপ দিতে পারে — তার খবর বাজপেয়ি আদবানির জানা নেই, জানা নেই প্রশাসনের কর্তাদের। তাদের ভারত নেই গরিবের ঝুপড়িতে। উদয়াস্ত খেটেও উপবাসে থাকে যে ভারত, সঠিক রাজনীতির অভাবে শাসকদের বিরুদ্ধে নিষ্ফলা ক্রোধে ফোঁসে যে ভারত — সে ভারতে বিজেপির ইন্ডিয়া শাইনিংয়ের রোশনি পৌঁছায় না। প্রধানমন্ত্রীর বহুঘোষিত অন্ত্যোদয় যোজনার কাঁকরভরা মোটা দু'মুঠো চালও সেখানে পৌঁছায় না। সে ভারতের মানুষ বেশি শীতে মরে, বেশি গরমেও মরে, খরায় বন্যায় মরে। সে ভারতে শিশু স্কুলে যায় না, কচি হাতে শহরের চায়ের দোকানে গরম চা বয়, ইট ভাটায় মোট বয়। নারী বিকিয়ে যায় দেশে বিদেশে। অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ, আদিগন্ত উর্বর জমি, কঠোর পরিশ্রমী কোটি কোটি মেহনতি মানবসম্পদে সমৃদ্ধ এই ভারত — প্রাচীন বিশ্বে যাকে সোনার দেশ বলা হত — সেই ভারতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অপরিসীম দুর্দশা, সীমাহীন অভাব আর শক্তিমানের প্রতিকারহীন অপরাধের মূল কারণ যে পুঁজিবাদ, সেই পুঁজিবাদের শিরোমণি কর্পোরেট ভারতকেই চেনেন শাসক নেতারা। আম্বানি, মিত্তাল, টাটা-বিড়লার ভারতই হল বাজপেয়ির ভারত। শাসনক্ষমতায় যাঁরা আসীন, গদির প্রত্যাশায় বিরোধীপক্ষে বসে বিরোধিতার অভিনয় করে চলেছেন যাঁরা, তাঁদের ভারত চড়ে চোখ ঝলসানো গাড়িতে, থাকে চকমেলানো আধুনিক বাড়িতে, মার্কিন মুলুক তাদের মক্কা কাশী মথুরা।

পুঁজিপতিশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের নির্দয় কুৎসিত মুখের উপর পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মুখোসটা আজও চড়ানো আছে বলে, পাঁচ বছর জনগণকে ঠকানো এবং তাদের রক্তশোষণে পুঁজিপতি মালিকদের সাহায্য করার পর ভোটের মরশুমে একবার জনগণের জন্যে কপট দরদে চোখের জল এঁদের আজও ফেলতে হয়। ভোটবাজ বিরোধীরাও একই সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। সুযোগ এলেই গদির স্বার্থে তাকে কাজে লাগায়। এদের এই কপট দরদের প্রবঞ্চনা মানুষ বোঝে না তা নয়। কিন্তু বুঝেও সে অসহায়। কারণ সে তার শক্তিকে জানে না। একচেটিয়া মালিকরা তাদের রাজনৈতিক শক্তিকে চেনে। তারা ভোটের বাজারে বিজেপি কংগ্রেসের কুৎসা-কাজিয়া বা শাসক সি পি এমের গরম গরম বুলিতে ভুল বোঝে না। সি পি এমের 'ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্টের' একদা পয়লা নম্বর শরিক মুলায়ম সিং এখন রাতারাতি কেন হিন্দুত্ববাদী বিজেপির মস্তবড় মিত্র হয়ে উঠেছেন এবং লক্ষ্ণৌ-এর মর্মান্তিক মৃত্যুকেও নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে আখ্যা দিয়ে বিজেপি নেতাদের বাঁচাতে ব্যগ্র হয়েছেন, তার হিসাবও মালিকরা জানে। তাই অকাতরে সকলের নির্বাচনী তহবিলে তারা কোটি কোটি টাকা ঢেলে দেয়, এদের রাজত্বে আরও বহু কোটি লুঠবে বলে। তাই মালিক অসহায় নয় — বাজপেয়ী সনিয়া এবং বুদ্ধবাবুদের দল তাদের রাজনৈতিক সহায়। কিন্তু গরিব আজও অসহায়। সে অসহায় থাকবে ততদিন, যতদিন সে তার নিজস্ব দলকে না চিনবে। ততদিন মালিকশ্রেণী ও তার প্রচার-মাধ্যমের পরিয়ে দেওয়া চশমা দিয়ে সে দেখবে দুটি মাত্র বিকল্প; হয় বিজেপি ও তার জোট নয় কংগ্রেস ও তার জোট, যার মধ্যে সি পি এমও রয়েছে। এই পার্লামেন্টারি বিকল্পের বাইরে যেদিন সে যাবে, যেদিন সঠিক রাজনৈতিক লাইনে সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সে দিকে দিকে সংগঠিত হবে, সেদিন চল্লিশ টাকার শাড়ির টোপে গরিবের ভোট কেনা যাবে না, লড়াইয়ের ময়দানেই গরিব তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে নেবে।

* শরৎচন্দ্রের উদ্ধৃতিটি অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' থেকে।

কুলতলির গ্রামে

মহিলাদের ওপর পুলিশি হামলা

কুলতলি থানার দেউলবাড়ি অঞ্চলের দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রামে গত ১৪ এপ্রিল প্রফুল্ল হালদার ও নারায়ণ হালদার নামে দুই যুবক একটি পুরনো পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মদ্যপ অবস্থায় জয়দেব পণ্ডিতের খোঁজে তার বাড়ি যায়। তাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে মারধর করে। গ্রামের মানুষ এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওই দুই যুবককে ধরে ফেলে এবং ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। বিষয়টা ওখানেই মিটে যায়।

কিন্তু সি পি আই (এম) নেতৃত্ব ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য ওই দুই যুবককে নিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করায়। সি পি আই (এম) নেতা জলিল মোল্লা এবং শৈলেন বিশ্বাস থানার কুখ্যাত এ এস আই রজত হাজরাকে নিয়ে ১৬ এপ্রিল ওই গ্রামে যায় এবং তদন্তের নামে ঘরে ঘরে হামলা শুরু করে। মিটে যাওয়া একটি বিবাদের জের টেনে এই পুলিশি বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে, পুলিশ ফিরে যায়। এরপর ষড়যন্ত্রকারী সি পি আই (এম) নেতারা থানার ও সি সহ ১৬/১৭ জন পুলিশ নিয়ে রাত দুটোর সময় আবার ওই গ্রামে যায় এবং পুলিশি তদন্তে বাধা দেওয়ার অজুহাত তুলে চারজন এস ইউ সি আই সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। মহিলারা এই অন্যায় পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ করায় পুলিশ মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি, পুলিশি অত্যাচারে বাসন্তী সর্দার ও পদ্ম হালদার সহ ৬ জন মহিলা গুরুতর আহত হন। এঁদের জামতলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়া বাসন্তী সর্দারকে কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

সি পি এমের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ওখানেই শেষ হয়নি। গ্রামবাসীরা যখন পুলিশি হামলায় বিপর্যস্ত, তখন সি পি এমের লোকেরা প্রফুল্ল হালদার ও নারায়ণ হালদারের বাড়িতে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়, ঘরের দেওয়াল ভেঙে দেয়। এ ঘটনা নজরে আসতেই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হয় এবং বলা হয়, অতীতের অনেক ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও দোষ এস ইউ সি'র ওপর চাপাবার জন্যই সি পি এম ওই দুই যুবকের বাড়িতে হামলা করেছে।

পুলিশের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা ও মহিলাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ২০ এপ্রিল বারুইপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

ওরা একই পথের পথিক

কংগ্রেস বলছে, বিজেপি যে সাফল্যের কথা প্রচার করছে, সেই সাফল্য এসেছে কংগ্রেসের চালু করা বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার ফলেই। আবার ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস বেসরকারীকরণ করবে বেছে বেছে।

বিজেপি বলছে, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ আসলে তাদেরই নীতি, কংগ্রেস তাদের নীতি চুরি করে চালু করেছে।

আর, সি পি এম বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের বিরুদ্ধে মুখে বড় বড় কথা বলে কাজে যা করছে তা হ'ল, সরকারি সংস্থা ওয়েবেল তারা বেসরকারি হাতে দিয়ে দিয়েছে। সরকারি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বেচার জন্য খদ্দের খুঁজছে। সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প, স্টেট বাস ও ট্রাম পরিবহন সরাসরি তারা বেচেনি, কিন্তু পরিকল্পিতভাবে খোঁড়া করে রেখে বেসরকারি দুধ ব্যবসায়ী ও বাসমালিকদের বিপুল মুনাফার রাস্তা করে দিচ্ছে। একইভাবে সরকারি হাসপাতালকে পঙ্গু করে হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের কোটিপতি মালিকদের রমরমা ব্যবসার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। সরকারি হাসপাতালকে কেটে কেটে বেসরকারীকরণ করছে, এজন্য পথ্য সরবরাহ, নিরাপত্তা ও সাফাই এবং বিপুল লাভজনক প্যাথোলজি পরীক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি হাতে ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা পর্যন্ত বেসরকারি মালিকদের পরিচালনায় সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে।

তাহলে আর বাকি রইল কী? সরকার পরিচালনার দায়িত্বটা এখনও ঠিকাদারদের হাতে ছাড়েনি কেউ, না কংগ্রেস-বিজেপি না সি পি এম।

রাজ্যে রাজ্যে সি পি এমের গদীমুখী রাজনীতিই বামঐক্য গড়ে উঠতে দিল না

অন্ধ্রপ্রদেশ

এবার এপ্রিলে অন্ধ্রপ্রদেশে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে এস ইউ সি আই, সি পি আই, সি পি আই (এম), এম সি পি আই, সি পি আই (এম এল-নিউ ডেমোক্র্যাসি), সি পি আই (এম এল-জনশক্তি) এবং ঐক্য উদ্যোগ বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল-লিবারেশন) এবং মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট কমিটি প্রমুখ নয় দলীয় বাম জোট জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে এ রাজ্যে আন্দোলন করে আসছিল। দুঃখের কথা যে, এই জোট ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারল না। সি পি আই এবং সি পি আই (এম) কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির আঁতাতে চলে গেল। সি পি আই (এম এল-নিউ ডেমোক্র্যাসি) একলা চলার সিদ্ধান্ত নিল আর সি পি আই (এম এল-জনশক্তি) নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানাল। এস ইউ সি আই, এম সি পি আই এবং নয় দলীয় জোটের অন্য কয়েকটি শরিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা গেল না। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়ে পাঁচটি বামদল একটি ঐক্যমঞ্চ গঠন করে নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই পাঁচ দলীয় জোট ১৬ মার্চ হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভা এবং বিধানসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। নয়টি লোকসভা এবং ৩৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই জোট প্রার্থী দিয়েছে। তার মধ্যে অনন্তপুর লোকসভা কেন্দ্রে কমরেড বি এস অমরনাথ এবং অনন্তপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কমরেড জি ললিতা এস ইউ সি আই প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই, অন্ধ্রপ্রদেশ সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্ষমতাসীন টিডিপি ও বিজেপি জোট এবং বিরোধী কংগ্রেস — প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর সেবা করে চলেছে। জনজীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা নিয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শাসক শ্রেণীর দলগুলি এবং তাদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাম ঐক্য গড়ে না তুলে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) যেভাবে বিজেপির পরাজয় সুনিশ্চিত করার নামে কংগ্রেসকে সেক্যুলার দল হিসাবে তুলে ধরে তার সঙ্গে ঐক্য করেছে, পাঁচ দলীয় নেতৃবৃন্দ তার নিন্দা করে বলেন যে, কংগ্রেসের দয়ায় কিছু আসন লাভ করা ছাড়া এর মধ্যে অন্য কোন লক্ষ্য নেই। নেতৃবৃন্দ পাঁচ দলীয় ফোরামের প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানান। যে সমস্ত কেন্দ্রে ফোরামের প্রার্থী নেই, সেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

আসাম

১৯৭৯ সাল থেকে এজিপি'র (অসম গণপরিষদ) 'আসাম আন্দোলন' আসামকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, জন্ম দিয়েছিল সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা। অসমীয়া ভাষাভাষী জনগণের রাজনৈতিক অধিকার এবং ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার নামে এই আন্দোলন 'অসমে শুধু অসমীয়ারাই থাকবে' — এই তত্ত্বের (ethnic exclusiveness) জন্ম দেয় এবং অন্য ভাষাভাষী জনগণকে রাজ্যে অবাঞ্ছিত আখ্যা দিয়ে

চারের পাতায় দেখুন

বিজেপির হিন্দুত্বের কর্মসূচির কাছে শরিক দলগুলির নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিজেপি'র দিশাপত্র এবং এন ডি এ'র নির্বাচনী ইস্তাহার স্পষ্টতই প্রমাণ করেছে, বিজেপি'র হিন্দুত্বের কর্মসূচির কাছে শরিকদলগুলি নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করেছে। একটা দলের যে নিজস্ব দলীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার শরিক দলগুলি সেটাও বিসর্জন দিয়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে রামমন্দির নির্মাণ, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তন, গোহত্যা বন্ধ, ৩৭০ ধারা বাতিল প্রভৃতি বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচি — যেগুলির সঙ্গে আদর্শগতভাবে শরিক দলগুলি একমত ছিল না, বিজেপি ক্ষমতার মসনদে যাবার জন্য জোট গঠনের স্বার্থে সেগুলিকে সরিয়ে রেখে সর্বসম্মত বিষয়গুলিকে এন ডি এ'র কর্মসূচি হিসাবে হাজির করেছিল। শরিকদলগুলিও এই বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তারা বিজেপির হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচির সাথে নেই।

কিন্তু মুখে একথা বলা হলেও বাস্তবে গোপন এজেন্ডায় রাখা উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে দেশের মধ্যে ধর্মীয় প্ররোচনামূলক ভাবাবেগ তৈরির যে অপচেষ্টা বিজেপি চালায়, শরিকদলগুলি তাতে বিন্দুমাত্র বাধা তো দেয়ই নি, পরন্তু কখনও কখনও এর পক্ষে ওকালতি পর্যন্ত করেছে। মধুবার একটি স্কুল প্রাঙ্গণে ধর্মযাজক ব্রাদার জর্জকে পিটিয়ে হত্যা করা, ওড়িশায় দরিদ্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক উদয় বারিককে খুন করা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও গোয়ায় একই দিনে চারটি গির্জায় বিস্ফোরণ, গুজরাটে বাইবেল পোড়ানো, মধ্যপ্রদেশে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ, বিহারের সিংভূমে খ্রীষ্টানদের প্রার্থনাগৃহ তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা এবং সমবেত প্রার্থনা বন্ধ রাখার ফতোয়া জারি, অস্ট্রেলীয়ান মিশনারী গ্রাহাম স্টেইনস ও তার দুই শিশুপুত্রকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সারা দেশ যখন ব্যথিত মর্মাহত, তখন শরিক দলগুলি কোন বিরোধিতা দূরে থাকুক, প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক আক্রান্ত মানুষদের কথা শুনতেও চাননি, দিনের পর দিন ফিরিয়ে দিয়েছেন। টিডিপি'র চন্দ্রবাবু নাইডু তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন, এসবই শাসক বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জীও এতবড় নৃশংসতার প্রতিবাদে টুঁ শব্দটিও করেননি।

ফলে শরিক দলগুলির নীরব প্রশ্রয়ে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে শুধু খ্রীষ্টানদের উপরেই নয়, গুজরাটে ২/৩ মাস ধরে মুসলমানদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল প্রভৃতি সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলি। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এইভাবে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং হিন্দুত্বের অন্ধ ভাবাবেগের জন্ম দিয়ে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করে। বিজেপি যে এটা করবেই তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। যে আর এস এসের নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বিজেপি, সেই আর এস এসের মূল মন্ত্রই হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ। নৃশংস ইহুদী নিধনের জন্য হিটলারকে তারা আদর্শ বলে মানে। এন ডি এ-র শরিক দলগুলির এসব অজানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ ও জনগণের সর্বনাশ করে বিজেপি'র সাথে ঐক্য করতে তাদের আটকায়নি। ক্ষমতার লালসা এদের এত তীব্র যে সমাজ, সভ্যতা, মানুষের জীবন ইত্যাদি কোন কিছুর কথা না ভেবে সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছে। আবার পাছে বিজেপি চটে যায়, সুবিধামত মন্ত্রীত্ব হাতে না থাকে এই ভয়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থেকেছে।

কেন্দ্রের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিজেপি যত শক্তি বাড়িয়েছে, শরিক দলগুলির ওপর তত তার চাপ বেড়েছে, সেটা কথায় না হোক্ আচার আচরণে বুঝিয়ে দিতেও সে কার্পণ্য করেনি। এটা তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। এন ডি এ'তে ফেরার পথ তার মসৃণ হয়নি। নাকে খত দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তবুও সে গেছে। কারণ এদের আদর্শ বলে কিছু নেই, মন্ত্রীত্ব না থাকলে এরা অসহায়। এদের জনদরদের কথা বলা, লোকঠকানোরই নামান্তর। তৃণমূল কংগ্রেস, তেলেগু দেশম, বিজু জনতা দল সহ এন ডি এ'র অন্যান্য শরিকদলগুলি বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধিতে কোন অংশে কম দায়ী নয়। এরজন্য ইতিহাসের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

বিজেপি'র এই শক্তিবৃদ্ধিই এন ডি এ'র ভেতরে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে শরিকদলগুলির যে ভূমিকা ছিল তা পাল্টে দেয়। ফলে আগের নির্বাচনে বিজেপি যা পারেনি, এবারের নির্বাচনে শরিকদের সম্মতিতেই এন ডি এর কর্মসূচিতে হিন্দুত্বের বিষয়গুলি যুক্ত করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে জিতে বিজেপি যদি হিন্দুত্বের কর্মসূচিগুলি প্রকাশ্যেই পালন করতে থাকে, যা তারা করবেও, তাহলে দেশের সামনে যে ভয়াবহ বিপদ দেখা দেবে তা সহজেই অনুমেয়।

বিজেপি এইভাবে যে ভয়াবহ বিপদ হিসাবে দেশের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তার এই জায়গায় আসার ক্ষেত্রে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের ভূমিকাও কম নয়। ১৯৮৬ সালে এই কংগ্রেসই ভোটের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেয় এবং রামলালা পূজার সূচনা করে। সেই ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই বিজেপি রামমন্দির নির্মাণের ডাক দিয়ে গোটা ভারতবর্ষে প্রবল ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং শেষপর্যন্ত তারই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রে সরকার গঠনের জমি তৈরি করে।

এই ব্যাপারে সি পি আই, সি পি এম প্রমুখ তথাকথিত বামপন্থীদের — যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার — তাদের ভূমিকা উল্লেখ না করাও ঠিক হবে না। এই তথাকথিত বামপন্থীরাই স্বৈরতান্ত্রিক কংগ্রেসকে হঠানোর আওয়াজ তুলে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন জনসংঘের অংশীদারিত্বে গঠিত জনতা সরকারকে সমর্থন করেছিল, যে সরকারে বাজপেয়ী ও আদবানী দু'জনেই মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনে একদিকে বিজেপি অন্যদিকে তথাকথিত বামেরা একযোগে সহযোগিতা করেছিল, আজ যেমন আবার বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এমনকি কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠনেও তারা অসম্মতি প্রকাশ করছে না। এইভাবে পার্লামেন্টারী রাজনীতির চর্চা করে ক্ষমতার ভাগ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা না যায় স্বৈরতন্ত্রকে আটকানো, না যায় সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা। কারণ পুঁজিবাদের তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে বুর্জোয়াদের কাছে স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতা দুটোই আজ অপরিহার্য।

বরাবরই বিজেপি এহেন পরিস্থিতি চাইছিল। কংগ্রেসের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার চষা জমিতে বিজেপি'র হিন্দুত্বের বোনা বীজকে এন ডি এ'র শরিক দলগুলি পরিচর্যা করে বিশাল মহীরুহে পরিণত করে। এই অবস্থাকে কার্যকরীভাবে রুখতে পারত দেশজোড়া শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন। আমাদের দল এই ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বারবার আবেদন জানালেও সি পি এম, সি পি আই তাতে সাড়া দেয়নি। এবং এই কারণে তা গড়েও উঠতে পারেনি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশের ৮০ ভাগ মানুষের জীবনের যে মৌলিক সমস্যা — বেকারত্ব, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, কর্মসংস্থান, ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া প্রভৃতি সমস্যাগুলি, যেগুলি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, তা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার সুচতুর লক্ষ্যে বাজপেয়ী সরকার অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণকে জাতীয় ইস্যু হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছে।

দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে আজ দেশের সামনে ঘনায়মান এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। দেশ, সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে যেকোন মূল্যে একে পরাস্ত করতে হবে। যে সমস্ত দল প্রকারান্তরে এই অশুভ শক্তির শক্তিবৃদ্ধিতেই সাহায্য করছে তাদেরকেও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে প্রতিহত করতে হলে খাদ্য, বাসস্থান, চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকরী পথ। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করার অন্য কোন সহজ রাস্তা নেই। নির্বাচনকেও এই আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পরিচালিত করতে হবে।

বামঐক্য গড়ে উঠতে দিল না

তিনের পাতায় দেখুন

তাদের বিরুদ্ধে অসমীয়াভাষীদের উত্তেজিত করে। এর দ্বারা জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। ১৯৮৫ সালে 'আসাম চুক্তি' স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন শেষ হয়। কিন্তু ততদিনে এর অশুভ প্রভাব গোটা আসামের পরিবেশকেই বিষাক্ত করে দিয়েছে। আসাম আন্দোলনের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া 'আলফা'র সার্বভৌম স্বাধীন আসাম গঠনের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজও চলছে। আসাম আন্দোলনের অনুসরণে রাজনৈতিক অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার নামে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পৃথকতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে। বড়োল্যাণ্ডের দাবিতে বড়ো আন্দোলন ছিল আসাম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি।

বিজেপি, কংগ্রেস বা এজিপি'র মতো বুর্জোয়া দলগুলি ঘোলাজলে মাছ ধরতে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে, এগুলিকে মাথা তুলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে সি পি আই, সি পি আই (এম), সি পি আই (এম-এল) প্রমুখ দলগুলি এইসব আন্দোলনকে জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য আন্দোলন বলে অভিহিত করেছে। এর ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তিগুলির প্রভাব থেকে জনগণকে বের করে আনা অধিকতর কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস সরকার জনগণের উপর লাগামছাড়া অর্থনৈতিক আক্রমণ নামিয়ে আনে। শিক্ষার সমস্ত স্তরে ফি বৃদ্ধি, সরকারি হাসপাতালে এবং মেডিক্যাল কলেজে চার্জ বৃদ্ধি, গরিব কৃষকদের উপর কর, বিদ্যুতের চার্জ সহ অন্যান্য চার্জ ব্যাপকহারে বাড়িয়ে জনগণের অবস্থা অসহনীয় স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। উৎপাদনমুখী উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আসাম একটি দেউলিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। কর্মচারী ও শিক্ষকদের সরকার বেতন দিতে অসমর্থ হয়। এরই সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া এই রাজ্যের প্রতি অবহেলার নীতি অনুসরণ করে যায়। এসব কিছু মিলে জনগণের মনে তীব্র অসন্তোষ এবং ক্ষোভের জন্ম হয়।

এই পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের দলের রাজ্য কমিটি গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে আবেদন জানায়। আসাম আন্দোলনের দিনগুলিতে এরকম একটি ফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু সি পি আই, সি পি আই (এম) আসাম আন্দোলন যে ধ্যানধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তাকে সমর্থন করে এই ফ্রন্ট গঠন থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তারা বিধানসভা নির্বাচনে এজিপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় এবং সি পি আই সরাসরি সরকারে যোগ দেয় এবং সি পি আই (এম) বাইরে থেকে এজিপি সরকারকে সমর্থন জানায়। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এজিপি যখন বিজেপির সঙ্গে চলে যায় তখন তারা এজিপি'র সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের দলের উদ্যোগে সি পি আই, সি পি আই (এম)কে যুক্ত করে একটি বাম ও গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠতে পারত, কিন্তু চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পর, বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির এক সভায় সি পি আই (এম) — বিজেপি'র বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সমর্থন করার তাদের সর্বভারতীয় অবস্থান ব্যক্ত করে। আমাদের দলের রাজ্য কমিটি প্ল্যাটফর্মের সমস্ত দলের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক জোট গঠন করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিই। একই সঙ্গে আমরা বলি যে, অর্থনৈতিক ইস্যু ও নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। তাছাড়া, ক্ষমতায় যেই আসুক, জনগণকে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পুঁজিপতি-ঘেঁষা আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। কংগ্রেসও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নয়। আমরা প্ল্যাটফর্মের অন্য সব দলগুলিকে এইসব বিষয় গভীরভাবে বিবেচনার জন্য এবং সঠিক পথ উদ্ভাবনের জন্য আবেদন করি। কিন্তু আমাদের চিঠির কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে যথার্থ বামপন্থার ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে, জনগণের ঐক্য পুনরুদ্ধারে বামপন্থার প্রভাব বিস্তার ঘটাতে এবং সংসদে গণআন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে, আমাদের দলের রাজ্য কমিটি চারটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন কমরেড রাধাকান্ত তাঁতি (করিমগঞ্জ-এস সি), কমরেড কান্তিময় দেব (শিলচর), কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি (মঙ্গলদৈ) এবং কমরেড মিন্‌হার আলি মণ্ডল (ধুবড়ি)।

গুজরাট

প্রাণোচ্ছল গুজরাটের প্রচার একটা ছলনা। দিন দিন বেকারত্ব লাফিয়ে বাড়ছে। ১৯৮৮ সালে শিক্ষিত নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২.৫৪ লাখ। ২০০২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮.৭৯ লাখ। গত ছয় বছরে গুজরাটে ৭০০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে, ২১,১৪০ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। জি এম ডি সি'র মত লাভজনক সরকারি সংস্থা বেচে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। ভূমিকম্পে গৃহহারা মানুষদের পুনর্বাসনের কাজ এখনও ফেলে রাখা হয়েছে এবং তা নিয়ে দুর্নীতিও চলছে ব্যাপকহারে। নর্মদার জল আনার বিষয়টা নির্বাচনী চমকে পরিণত হয়েছে। খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার কথা সরকার ঘোষণা করলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি আজও হয়নি। গ্রামীণ জনগণের বাঁচার কোন সুনিশ্চিত পথ না থাকায় সপরিবারে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে।

দাবি করা হচ্ছে যে, গুজরাটে শান্তি ও সম্প্রীতি রয়েছে এবং প্রত্যেকেই সেখানে খুশি মনে দিন কাটাচ্ছে। অথচ মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত গুজরাটের ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬২,৬০২.০৮ কোটি টাকা। বিদ্যুতের মাশুল ১১৫৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে আদায় করা হচ্ছে। সেচকর বাড়ানো হয়েছে ২৫০ শতাংশ, সরকারি বাসে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, পশু চিকিৎসায় চার্জ ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে, কলেজে ৩০০ শতাংশ এবং স্কুলে ৫০০ শতাংশ ফি বাড়ানো হয়েছে। স্ট্যাম্প ডিউটি ৬৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে প্রথমে ২ টাকা এবং তারপর ২০ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্পপতিদের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ৫,৫০০ কোটি টাকা। মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা ফি বাৎসরিক ২.৫ লাখ থেকে ৩.৫ লাখ করা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। ১৬টি সমবায় ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে স্বল্প সঞ্চয়ীদের প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকার মতো সুদ গায়েব করে দেওয়া হয়েছে।

গুজরাট হচ্ছে এমনই একটি রাজ্য যেখানে মন্ত্রীদের এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের নাকের ডগায় শ্রম আইন উপেক্ষিত হচ্ছে। পুরুষ শ্রমিকদের দিনে ১৪ ঘণ্টা এবং মহিলাদের ১৩ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। শ্রমিকদের উপর অবাধে শোষণ চালাবার, ইচ্ছামত ছাঁটাই করার অধিকার দেওয়া হয়েছে শিল্পপতিদের। 'ইন্সপেকটার রাজ' খতম করার নামে মালিকদের যাবতীয় সুরক্ষার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই শ্রমিকদের জন্য।

সংখ্যালঘু তোষণ, না হয় পীড়ন — এটাই হল কংগ্রেসের বরাবরের নির্বাচনী কৌশল। তোষণ করে ভোট আদায়ে কংগ্রেস যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন সংখ্যালঘুদের উপর পীড়নের রাস্তা নিয়েছে তারা। আর সংঘ পরিবারের লাইন হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাওয়া। গুজরাটের হত্যালীলার স্মৃতি আজও মুছে যায়নি। গণহত্যার দু'বছর পার হল। ক্ষতস্থান আজও দগদগে। 'নিজেকে সামলাও', 'মূল স্রোতে ফিরে এসো' এই জাতীয় হুমকির মধ্যে সংখ্যালঘুদের অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বেস্ট বেকারি মামলা আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

কংগ্রেসের ঘর এখানে নড়বড়ে, নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে লড়ছে। সরকারে গেলে বিজেপি'র চেয়ে দ্রুত হারে উদারীকরণের প্রতিশ্রুতি আর নরম হিন্দুত্ব, এছাড়া কংগ্রেসের জনগণকে দেওয়ার আর কিছু নেই। এহেন কংগ্রেসকে সি পি এম, সি পি আই উভয়েই বলছে ধর্মনিরপেক্ষ। এই রাজ্যে সি পি এম, সি পি আই সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। গত বিধানসভা নির্বাচনেও তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বামপন্থী দলগুলির একটা ঐক্যবদ্ধ ফোরাম গড়ে তোলার জন্য এস ইউ সি আই গুজরাট কমিটির পক্ষ থেকে সি পি আই, সি পি এম-এর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি।

গত ১৫ বছর ধরে এস ইউ সি আই মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ফি-বৃদ্ধি, পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং ভূমিকম্প, খরা, প্লেগ, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি বিপর্যয়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করছে যা সরকার ও পুলিশের চক্ষুশূল। এস ইউ সি আই কিছু গণতান্ত্রিক শক্তি ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের সমন্বয়ে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে মতাদর্শগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, সাংস্কৃতিক অবনমনের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবকদের জড়িত করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত সীমিত শক্তি নিয়েই এস ইউ সি আই এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।

এস ইউ সি আই এই নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে এবং বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল দল ও শক্তিসমূহের সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহার করছে।

বরোদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে কমরেড তপন দাশগুপ্ত এস ইউ সি আই প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। বরোদায় কিছু বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে ভোটদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বরোদা ঘুরে এসে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক কুণাল ঘোষ (৯-৪-০৪) লিখেছেন, ''বরোদায় দেখবেন, অটোরিকশার পাশে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইকে বক্তৃতা করছেন এক বঙ্গসন্তান। নাম তপন দাশগুপ্ত। উনিই প্রার্থী। এস ইউ সি'র টিপিক্যাল স্টাইলটা ধরে রেখেই প্রচার চালাচ্ছেন তপন। কর্মীরা কৌটো নেড়ে তহবিল সংগ্রহ করছেন। তপনেরও সাফ কথা, ''বিজেপি হঠাও, কংগ্রেস হঠাও, লেফটিস্ট লাও।'' এস ইউ সি'র নীতি বোঝাচ্ছেন তিনি। কতটা ছাপ পড়ছে, কতটা ভিড় হচ্ছে বড় কথা নয়। দেখার মতো বিষয় হল, টাকা নেই, লোক নেই, স্রেফ আন্তরিকতা দিয়ে উপস্থিতিটুকু উপলব্ধি করাচ্ছে এস ইউ সি। মোদির মুলুকে লাল পতাকার প্রচারটুকুই যথেষ্ট।''

বরোদা ঘুরে এসে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক কুণাল ঘোষ (৯-৪-০৪) লিখেছেন, ''বরোদায় দেখবেন, অটোরিকশার পাশে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইকে বক্তৃতা করছেন এক বঙ্গসন্তান। নাম তপন দাশগুপ্ত। উনিই প্রার্থী। এস ইউ সি'র টিপিক্যাল স্টাইলটা ধরে রেখেই প্রচার চালাচ্ছেন তপন। কর্মীরা কৌটো নেড়ে তহবিল সংগ্রহ করছেন। তপনেরও সাফ কথা, ''বিজেপি হঠাও, কংগ্রেস হঠাও, লেফটিস্ট লাও।'' এস ইউ সি'র নীতি বোঝাচ্ছেন তিনি। কতটা ছাপ পড়ছে, কতটা ভিড় হচ্ছে বড় কথা নয়। দেখার মতো বিষয় হল, টাকা নেই, লোক নেই, স্রেফ আন্তরিকতা দিয়ে উপস্থিতিটুকু উপলব্ধি করাচ্ছে এস ইউ সি। মোদির মুলুকে লাল পতাকার প্রচারটুকুই যথেষ্ট।''

ঝাড়খণ্ড

ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের তিনটি বছর অতিক্রান্ত হল। বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রচার করেছিলেন যে, পৃথক রাজ্য গঠিত হলে আদিবাসী জনগণ মর্যাদাময় জীবনযাপন করতে পারবে, কাজের সন্ধানে তাদের রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে না, জঙ্গল-জমি ও জলের উপরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বিপুল খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করে অসংখ্য কারখানা গড়ে উঠবে, চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে, শিক্ষার দরজা খুলে যাবে, নিরাশ্রয় থাকতে হবে না। কিন্তু সকল কথাই বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়েছে, কিছুই পূরিত হয়নি। বরং যে সুযোগ- সুবিধাগুলো মানুষ এতদিন ধরে ভোগ করত সেসবও আজ চলে যাচ্ছে। কারখানা একের পর এক বন্ধ হচ্ছে, কাজের জন্য আদিবাসী জনগণকে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। গত তিন বছরের বিজেপি শাসনে হত্যা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, দুর্নীতি ইত্যাদি বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তাই ধূমায়িত হচ্ছে।

বিজেপি সরকারের মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি'রা পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে মত্ত, ঘুষ নেওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মারে দখলদার সেনাদের ত্রাহি ত্রাহি রব

কথায় বলে ঠ্যালার নাম বাবাজী। সপ্তাহকাল ধরে ইরাক জুড়ে দখলদার মার্কিন ও জোট সেনাদের বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের গণঅভ্যুত্থানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকারে কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ''বিদ্রোহীদের প্রকৃত শক্তি আমাদের অনুমানের চাইতে অনেক বেশি — ইরাক জুড়ে তাদের সংগঠন বিস্তৃত।'' আর বুশ সাহেবের বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে ফেলেছেন, ''ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর মার্কিন সেনারা এই প্রথম বিদেশের মাটিতে এরকম বিপর্যয়ের মুখে পড়লো।.....গত সপ্তাহটা ছিল আমাদের কাছে খুবই দুর্যোগপূর্ণ।'' (ডেকান হেরাল্ড, ১৩-৪-০৪)

১০ এপ্রিল ঃ বাগদাদ শহরে ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিল এবং মার্কিন প্রশাসনের সদর দপ্তর ঘিরেই এক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা হয়েছে। গেরিলা যোদ্ধারা এই 'গ্রিন জোনে'র মধ্যেই আক্রমণ চালাচ্ছে। বিস্ফোরণের ফলে সদর এলাকাগুলিতে আগুন জ্বলতে দেখেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

পশ্চিম বাগদাদে গেরিলারা তেলের ট্যাঙ্কারের কনভয়ের উপর আক্রমণ চালালে একজন মার্কিন সেনা ও ট্যাঙ্কারগুলির চার ড্রাইভার নিহত হয়। ট্যাঙ্কারগুলি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

শহরের অপর এক অঞ্চলে সংঘর্ষে পাঁচ জন পোলিশ সেনা নিহত হয়েছে। উত্তর পশ্চিম বাগদাদের আধিমিয়া জেলায় ইরাকি মিলিশিয়াদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। উত্তর ইরাকের বাকুক এবং মুকদাদিয়া শহরে ইরাকি গেরিলাদের সঙ্গে জোট সেনাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এই সংঘর্ষে জোট সেনাদের তুর্কি ও পোলিশ ইউনিটের ছ'জন সেনা মারা গেছে। মুকদাদিয়া শহর রক্ষায় ভারপ্রাপ্ত রুমানীয় বাহিনীর সাতাশ জন সেনা গেরিলাদের প্রচণ্ড মারের মুখে দলছুট হয়েছে বলে রুমানীয় সেনা সূত্রে জানা গেছে। (রয়টার্স, এপি, এ এফ পি ১১-৪-০৪)

শিয়া অধ্যুষিত কুর্ট শহর মার্কিন সেনারা পুনর্দখল করে নিলেও নজাফ শহর কিন্তু এখনও ইরাকি মিলিশিয়াদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাগদাদের শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পর পর পাঁচদিন ধরে সংঘর্ষ চলার পর অলকারামা, অল সদর অল বফিদিয়ান, অল হসির ইত্যাদি শহরগুলি থেকে মার্কিন সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

মধ্য ইরাকের আল-আমারাতে ইরাকি গেরিলাদের গুলিতে একটি চালকবিহীন ব্রিটিশ ফৌজি বিমান ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটি শহরের কেন্দ্রস্থলে ভেঙে পড়ে। স্থানীয় অধিবাসী বিশেষত শিশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের ভাঙা টুকরোগুলি কুড়োনোর সময় ব্রিটিশ সেনারা তাদের উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলে ১২ জন শিশু মারা যায়। (বর্তমান ১১-৪-০৪)

উত্তর-পশ্চিম বাগদাদের আধিমিয়াতে সশস্ত্র কিশোর ও তরুণরা রাইফেল ও গ্রেনেড নিয়ে মার্কিন বাহিনীর মোকাবিলা করেছে। বাগদাদ ও ফালুজার মধ্যে সংযোগকারী সড়কে ইরাকি গেরিলারা একটি মার্কিন কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন মার্কিন সেনাকে হত্যা করেছে। বাগদাদ বিমানবন্দরমুখী প্রধান সড়কের উপর দুটি কালভার্ট গেরিলারা উড়িয়ে দেওয়ায় দুটি মার্কিন সাঁজোয়া গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে। একটি মার্কিন ট্যাঙ্ক দাউ দাউ করে জ্বলে যায়।

বাগদাদ শহর থেকে ১১০ কিমি দূরে কারবালা শহরের বাইরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে জোট বাহিনীর পোলিশ সেনাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। ইরাকে গণঅভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইরাকি মিলিশিয়া ও পুলিশ বাহিনীকে পথে-ঘাটে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। (রয়টার্স, ১১-৪-০৪)

১১ এপ্রিল ঃ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা সত্ত্বেও মার্কিন মেরিন সেনাদের প্ররোচনায় ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ফালুজার আশপাশ অঞ্চলে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এ এফ পি'র সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ শুরু হবার ঘণ্টা দেড়েক পরে চারটি মর্টার শেল মেরিন সেনাদের দপ্তরে এসে পড়ে এবং আশপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত গুলি বোমাও এসে পড়তে থাকে। ৪ জন মেরিন সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে।

পশ্চিম ইরাকের আবুঘারেবে উপর্যুপরি তিনদিন ধরে গেরিলাদের সঙ্গে জোট সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে এবং মার্কিন সেনারা পিছু হটছে। এখানে গেরিলারা গুলি চালিয়ে একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টারকে নামিয়ে এনেছে। হেলিকপ্টারের পাইলট এবং অপর দুজন কর্মী নিহত হয়েছে। (দি স্টেটসম্যান, ১২-৪-০৪)

বাগদাদ শহরের বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দখল নিয়ে মার্কিন সেনাদের সঙ্গে শিয়া মিলিশিয়াদের জোর সংঘর্ষ চলছে। দু'তরফেই প্রচুর হতাহত হয়েছে বলে সংবাদে জানা গেছে। (দি হিন্দু, ১২-৪-০৪)

ইরাকে গণপ্রতিরোধ শুরু হবার পর জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে দখলদার মার্কিন কর্তৃপক্ষের গড়া ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের মন্ত্রী পর্যায়ের দু'জন সদস্য ইস্তফা দিয়েছেন।

ইরাক থেকে জাপ সেনা ফিরিয়ে আনার দাবিতে টোকিওয় বিক্ষোভ

ইরাকের সর্বত্র যখন দখলদারদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ চলছে তখন কুর্দ অধ্যুষিত আরবিল শহর অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। সেই আরবিল শহরে আজ ইরাকি গেরিলাদের সঙ্গে ব্রিটিশ ফৌজের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড ১২-৪-০৪)

১২ এপ্রিল ঃ দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে ইরাকের বিভিন্ন শহরে গেরিলাদের প্রতি আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে আনবার প্রদেশে এক সংঘর্ষে তিনজন মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে। মোসুল শহরে ইরাকি গেরিলারা মার্কিন মদতপুষ্ট ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের সম্প্রচার দপ্তর ভবনটি দখল করে সেখানে অস্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করেছে। মোসুল শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি মসজিদে লেজার গাইডেড বোমা ফেলে একটি এফ-১৬ বিমান যখন ঘাঁটিতে ফিরছিল তখন সম্প্রচার ভবনের ৫ তলার ছাদ থেকে গেরিলারা বিমানটিকে লক্ষ্য করে পর পর দুটি রকেট চালিত গ্রেনেড ছোঁড়ে, তারই একটির ঘায়ে বিমানটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে যায় এবং বিমানটি গোঁত্তা খেয়ে নীচে ভেঙে পড়ে। বিমানটির পাইলট ও সহ পাইলট এবং অপর ৬ জন আরোহী নিহত হয়েছে। এরা সকলেই মার্কিন বিমানবাহিনীর লোক।

গেরিলাদের প্রতিরোধের মুখে মার্কিন সেনাদের পলায়ন

ফালুজা শহর ছাড়তে বাধ্য হওয়া অনেক বাসিন্দাই জানিয়েছেন, যুদ্ধের প্রথম তিন দিন গেরিলাদের প্রচণ্ড মারের মুখে শ'য়ে শ'য়ে মার্কিন মেরিন সেনাদের অস্ত্র সমেত পালাতে তারা দেখেছেন। মেরিন সেনাদের কয়েকটা ইউনিট গেরিলাদের কাছে আত্মসমর্পণও করেছে। মেরিন সেনাদের দলছুট ও আত্মসমর্পণ ঠেকানোর জন্য ইরাকে মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার তড়িঘড়ি করে এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন আল জাজিরা টিভির ফালুজা প্রতিনিধি। লন্ডনের 'দি গার্ডিয়ান'ও একথা কবুল করেছে। আলজাজিরা টিভিতে আত্মসমর্পণকারী কয়েকজন মার্কিন মেরিন সেনা এবং তাদের নাম ও ইউনিট নম্বর নামাঙ্কিত কয়েকটি ব্যাজ দেখানো হয়েছে। (হিন্দু, ১৩-৪-০৪)

১৩ এপ্রিল ঃ ফালুজায় যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে আজ সন্ধ্যাবেলায়। বিকালের দিকে ফালুজার অদূরে হাওরা গ্রামে গেরিলাদের রকেট আক্রমণে মার্কিন ফৌজের আরও একটি হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়েছে, হেলিকপ্টারের তিন আরোহীও প্রাণ হারিয়েছে। মধ্য বাগদাদে মার্কিন প্রশাসনের সদর দপ্তরের সামনে পর পর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং গোটা অঞ্চলে আগুন ধরে যায়।

পশ্চিম ইরাকের নজাফ শহরটিকে গেরিলামুক্ত করার জন্য মার্কিন ফৌজের ৮৩টি সাঁজোয়া গাড়ির এক বিশাল কনভয় নজাফ শহরের দিকে আসার সময় রাস্তায় পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, মেহেদি সেনাদের গুলিতে কয়েকজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (আজকাল ১৪-৪-০৪)

বাগদাদের পশ্চিমে মর্টার আক্রমণে ৪ মার্কিন সেনা মারা গেছে। (আনন্দবাজার ১৪-৪-০৪)

১৪ এপ্রিল ঃ মার্কিন সেনা সূত্রে জানা গেছে, গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পশ্চিম ইরাকের আনবার প্রদেশে ৪ জন মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে। উত্তর ইরাকের মোসুল শহরের বাব জেদিদ বাজারে দুটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জোট বাহিনীর দুই বুলগেরীয় সেনা নিহত হয়েছে। (দি স্টেটসম্যান ১৫-৪-০৪)

১৫ এপ্রিল ঃ উত্তর ইরাকের সামারা শহরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন বুলগেরীয় সেনা মারা গেছে। মার্কিন সেনা ও গেরিলাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইতিপূর্বে যে খবর বেরিয়েছিল সে ব্যাপারে এখন জানা গেছে যে, ফালুজা শহরের গেরিলা যোদ্ধারা নয়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই যুদ্ধবিরতি নিয়ে মার্কিন সেনাকর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল।

বাগদাদ বিমানবন্দরমুখী একটি মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর গেরিলারা আক্রমণ চালালে তিন ব্রিটিশ সেনা মারা গেছে।

নজাফ শহরেও যুদ্ধ চলছে। শিয়া ধর্মীয় নেতা আল-সদর মোকতাদাকে ধরা বা হত্যা করার লক্ষ্য নিয়ে ২৫০০ মার্কিন সেনা নজাফ শহর ঘিরে রেখেছে। এদের সাহায্যকারী হিসেবে রয়েছে পোলিশ ও স্পেনীয় সেনারা। (দি স্টেটসম্যান ১৬-৪-০৪)

১৬ এপ্রিল ঃ কুফা শহরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন ফৌজের জোর সংঘর্ষ চলছে।

ফালুজায় গেরিলাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত ও ২৮ জন আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে ১২ জন মার্কিন সেনাও রয়েছে।

উত্তর ইরাকের মসুল শহরে এক সংঘর্ষে জোট বাহিনীর ৩ কানাডীয় ও ৪ বুলগেরীয় সেনা নিহত হয়েছে।

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত জোটবাহিনীর বুলগেরীয় ও ইউক্রেনীয় সেনারা ব্যারাক ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। (আজকাল ও টেলিগ্রাফ, ১৭-৪-০৪)

'স্বদেশী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না'

মার্কিন ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং ইরাকে মার্কিন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা ফালুজা শহরে ইরাকি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অস্বীকার করেছে। মার্কিন সংবাদপত্র 'ওয়াশিংটন পোস্ট' (১১/৪) জানিয়েছে, গত ৫ এপ্রিল যখন মার্কিন মেরিন সেনারা ফালুজা শহর দখলের লড়াইয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছিল সেসময় ইরাকস্থিত মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানকে নির্দেশ দেয় যে, তারা যেন ফালুজায় গিয়ে মেরিন সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের ৬২০ জন জওয়ানই একযোগে ইরাকে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে তাদের জানিয়ে দেয় যে, ''মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দেবার সময় কখনই আমরা লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিইনি যে, আমরা ইরাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'' সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার পর মিলিশিয়া বাহিনীর জওয়ানেরা বাগদাদের উত্তরে তাজি শহরে তাদের সদর দপ্তরে ফিরে আসে। (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১২-৪-০৪)

মধ্যপ্রাচ্য সংবাদ সংস্থার সূত্র উদ্ধৃত করে কায়রোর 'আল আহরম' সংবাদপত্র জানিয়েছে, গত সপ্তাহে কারবালা শহরে শিয়া ধর্মগুরু মুকতাদা সদর-এর মেহদি সেনাদের সঙ্গে দখলদার সেনাদের লড়াই চলাকালীন কারবালা শহরের দক্ষিণ শহরতলির এক থানার থানাদার তাঁর দেড়শ জন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সমেত মেহদি সেনাদের দলে যোগ দিয়েছেন। (ডেকান হেরাল্ড, ৬-৪-০৪)

বামঐক্য গড়ে উঠতে দিল না

চারের পাতার পর

অবাধে চলছে। মন্ত্রীরা একে অপরকে ঘুষখোর বলছে। কোন্ কাজে কত হারে ঘুষ দিতে হয় সংবাদমাধ্যমে তাও বেরিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিতে ঝাড়খণ্ড বিহারকে ছাড়িয়ে গেছে। এই হল নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সুশাসনের নমুনা।

পুঁজিবাদী চরম অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মিলিয়ে বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে এক বিস্ফোরক অবস্থা। বিজেপি বলছে ঝাড়খণ্ডে তারা গুজরাটের লাইন অনুসরণ করবে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে মানুষ তত নিরাপত্তার অভাববোধ করছে এবং নির্বাচন সম্পর্কে তাদের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিজেপি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা উভয়েই পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের কৃতিত্ব এবং তার ভিত্তিতে ভোটের দাবিদার। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়খণ্ডে ১৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১১টি। এবার তারা সব সিটেই জিততে চায়। সেজন্য তারা তাদের ঘনিষ্ঠ জোটসঙ্গী জনতা দল (ইউ)কে একটি আসনও ছাড়েনি। এজন্য ক্ষুব্ধ জনতা দল (ইউ) বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলছে।

জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী তীব্র ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা, আর জে ডি এবং সি পি আই আসন সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সি পি আই (এম)ও এর অংশীদার হতে চেয়েছে।

বিজেপি এবং বিজেপি বিরোধী জোট উভয় সম্পর্কেই জনগণ হতাশ। গণআন্দোলনের পরিবর্তে আসন সমঝোতার দ্বারা বিজেপিকে পরাস্ত করার চেষ্টা চলছে। নির্বাচন সর্বস্ব এই চরম সুবিধাবাদী রাজনীতিতে সি পি আই (এম), সি পি আইও অংশীদার। বর্তমান রাজনীতির দেউলিয়াপনাই এর দ্বারা উদঘাটিত হচ্ছে। কালকের শত্রু আজকের বন্ধুতে পরিণত হচ্ছে। এইসব দলগুলি নির্লজ্জভাবে বলছে যে রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু কেউ নেই। ঝাড়খণ্ডেও বৃহৎ বুর্জোয়া, ঠিকাদার, মস্তানবাহিনী, দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসার, আমলাতন্ত্র এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুবই সক্রিয়। সব বিষয়েই এরাই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনেও নিঃসন্দেহে তারা একই জনবিরোধী ভূমিকা পালন করবে। এহেন কঠিন অবস্থায় যথার্থ বামপন্থী রাজনীতি ও গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে আমাদের দল এস ইউ সি আই এই রাজ্যে জামশেদপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রার্থী কমরেড সীতারাম টুডু।

ওড়িশা

যে ওড়িশায় খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি বাৎসরিক ঘটনা এবং বৃহত্তর জনগণ যেখানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত, সেখানে বিজেপি জোট সরকারের প্রচারিত তথাকথিত 'ভারত উদয়' প্রচারের হাওয়ায় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এন ডি এ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ওড়িশার বিজেডি-বিজেপি সরকার নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই বিধানসভা ভেঙে দেয়। সরকার ভেঙে দেওয়ার পরপরই বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন জোটবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

দেশের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য হিসাবে ওড়িশায় অনাহারে মৃত্যু সারা বছরের সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। বোলাঙ্গির-কালাহাণ্ডির মত জেলায় গ্রামের পর গ্রামে মৃত্যু লেগেই আছে। কোনক্রমে বাঁচতে বিষাক্ত আমের আঁটি খেয়ে তারা মৃত্যুকেই ডেকে আনছে। এই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে জনগণকে কীভাবে বাঁচানো যায়, তা নিয়ে বিজেডি-বিজেপি সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই, তারা এখন ব্যস্ত কীভাবে আবার গদিতে বসা যায় তার হিসাব করতে। কংগ্রেস বা অন্যান্য বুর্জোয়া দলের রাজনীতিও একই ধারায় বইছে। এরা সকলেই ভোটের হিসাব কষে নানারকম জোট গড়ায় ব্যস্ত হয়েছে। যেমন — বিজেডি-বিজেপি জোটের এক এম পি এবং দুই মন্ত্রী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, আবার ওড়িশা গণপরিষদের একটি অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভেঙে বিজেপি শিবিরে যোগ দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যখন জনগণের বাঁচার দাবিতে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির জোটগঠন ছিল জরুরি প্রয়োজন, তখন সি পি আই (এম) এবং সি পি আই নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেও জনগণের শত্রু অপর বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের সঙ্গে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ জোট' গঠন করে নির্বাচনী সমঝোতায় গেল। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের দয়ায় কিছু সিট পাওয়া। এই সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটি তিনটি বিধানসভা এবং একটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন যশিপুরে কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক, বিন্ঝারপুরে কমরেড সুরেন্দ্র মল্লিক, আথমালিকে কমরেড ভীমসেন বেহেরা এবং জাজপুর (এস সি) লোকসভা কেন্দ্রে কমরেড রাধাবল্লভ মল্লিক।

বিহার

ভারতীয় সংসদীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজনীতিতে দুর্নীতি, গুণ্ডাতন্ত্র এবং জাতিবিদ্বেষ তত প্রকট হয়ে উঠছে। হিন্দুত্বের প্রচারক বিজেপি, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস এবং বামপন্থী স্লোগান তোলা সি পি আই (এম) প্রভৃতি ক্ষমতাসীন বা বিরোধী সংসদীয় দলগুলি এ নিয়ে আর কোন উদ্বেগবোধ করে না। ভারতের সর্বত্রই এ চিত্র বিরাজমান। এ ব্যাপারে বিহারের পরিস্থিতি অত্যন্ত কুৎসিত, হিংসাত্মক এবং চরম আকার নিয়েছে। বিহারে দুর্নীতির শেকড় এত গভীরে যে, লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই কয়েক হাজার কোটি টাকার কুখ্যাত পশুখাদ্য কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েন। গণবিক্ষোভ এড়াতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়েন, কিন্তু স্ত্রী-র মাধ্যমে বিহারের শাসন বাস্তবে তিনিই চালাচ্ছেন। রাজনীতিক-সমাজ-বিরোধী-পুলিশের অশুভ চক্রই আজ বিহারের প্রশাসনের মধ্যমণি।

বিহারের অভিজাত ভূস্বামীরা যাদের অধিকাংশই জাতভিত্তিক সামাজিক স্তর বিভাজন অনুযায়ী জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণীয়, তারা সমাজের নিচুতলার মেহনতি জনগণ, যারা আবার জাতবিভাজন অনুযায়ী 'দলিত' বলে চিহ্নিত, তাদের উপর সুদীর্ঘকাল ধরে নির্মম শোষণ চালিয়ে আসছে। নিজেদের শ্রেণীশোষণকে বাধাহীন করার জন্য এই গ্রামীণ ধনিক ও মালিকশ্রেণী সমাজের মধ্যে জাতি সংঘর্ষ ও জাতি বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, এবং নানা বৈষম্যমূলক সামাজিক আচার-বিচারের সাথে হুমকি, ভয় ও সন্ত্রাসের জোরে গরিব জনগণকে দমিয়ে রেখেছে। এই পথে গ্রামীণ কুলাকরা তথাকথিত উচ্চবর্ণভুক্ত গরিব মানুষদেরও গরিব দলিতদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সফল হয়েছে।

কিন্তু দলিত ও উচ্চবর্ণ নির্বিশেষে বিহারের নিপীড়িত জনগণ, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছে — যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণে-অত্যাচারে তারা জেরবার হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিশেষ কোনও জাত বা বর্ণের পরিচয় নেই, শ্রেণীগত পরিচয়ই তাদের যথার্থ পরিচয়। তাই ইতিপূর্বে তথাকথিত উচ্চবর্ণের রাজনীতিকরা যেমন লুঠ-খুন-চুরি-দুর্নীতি করে পার পেয়ে গেছে, প্রশাসন বা আইন তাদের স্পর্শ করেনি, তেমনই আজ যেসব নেতারা 'দলিত' জনগণের ত্রাতা হিসাবে নিজেদের তুলে ধরছে তারাও যাবতীয় দুশমনি করে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বা মিশ্রদের প্রতি আইন যেমন অন্ধ ছিল, যাদব বা পাসোয়ান বা কুমারদের প্রতিও আইন তেমনই অন্ধ।

বিহারের পরিস্থিতি এতটাই কলুষিত হয়ে গেছে যে, যদি কোন সৎ নাগরিক দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন তবে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। বিহারের জঙ্গলরাজ সম্পর্কে যিনি মুখ খুলেছিলেন পুলিশের সেই ডি-জি ডি পি ওঝাকে লালুপ্রসাদের হুকুমে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর জে ডি নেতা সাহাবুদ্দিনকে গোটা দেশের অপহরণ চক্রের পাণ্ডা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ডি পি ওঝা। তিনি আরও কিছু আর জে ডি নেতা, এমনকি লালুপ্রসাদ সম্পর্কেও অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, স্বয়ং লালুপ্রসাদ সিওয়ান জেলে যান বন্দী সাহাবুদ্দিনের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। ওঝা বলেন, বিহার পরিচালিত হচ্ছে 'শয়তান-বদমাসদের দ্বারা'। মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি, হত্যা, লুঠ, উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৯০ সালে বিহারে মুক্তিপণের জন্য অপহরণের সংখ্যা ছিল ২১২। ২০০২ সালে সংখ্যাটা ৩৮২তে পৌঁছায়। ১৯৮৮ সালে পুলিশ ৯১টি অপহরণ চক্রের তালিকা তৈরি করেছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা ১৭৫। দু'ডজন এম এল এ'র বিরুদ্ধে মামলা চলছে। এই তালিকায় কিছু মন্ত্রীও আছেন। অপরাধচক্রের সাথে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে সঞ্জয় কুমার সিং, আদিত্য সিং, রাজবল্লভ প্রসাদ, ললিত কুমার যাদব এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রী তাদের মন্ত্রীত্ব খুইয়েছেন।

নির্বাচনী লড়াইয়েও সংসদীয় দলগুলি বিহারের কুখ্যাত মাফিয়া ডনদের ব্যবহার করছে। সমতা পার্টির নেতা রেলমন্ত্রী নীতীশ কুমার মাফিয়া ডন অনন্ত কুমারের স্মরণাপন্ন যেমন হচ্ছেন, তেমনি লোক জনশক্তি দলের রামবিলাস পাসোয়ান মোকামার অন্যতম কুখ্যাত মাফিয়া সুরজ ভানকে দলে নিয়েছেন। সি পি আই (এম) নেতা অজিত সরকারের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত পাপ্পু যাদব এবার ভোটে জিতবার জন্য রামবিলাসের দলে ভীড়তে চাইছে।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে চটকল, কাগজ কল এবং বিহারের সমস্ত রকম শিল্প কারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনীতি চূড়ান্ত সঙ্কটে। জনজীবনে রয়েছে চরম দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা। রাজ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৭.৫৩ শতাংশ এবং ৮৩.৪৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিকের আগেই পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে একমাত্র জনগণের আন্দোলনই প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে, যদি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়। এজন্য এস ইউ সি আই অবিরাম প্রয়াস চালিয়েছে। দুঃখের বিষয়, সি পি আই, সি পি আই(এম) এর সুবিধাবাদী রাজনীতি এই আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। বিহারে এস ইউ সি আই সহ কয়েকটি বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত বাম সমন্বয় সমিতির মধ্যে থেকে যে সি পি এম ক'দিন আগেও আর জে ডি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হয়েছে, বিহার ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছে, নির্বাচনের ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই সেই সি পি এমই দু'একটি আসন পাওয়ার লোভে সাত তাড়াতাড়ি ভোল পাল্টে আর জে ডি'র সাথে নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে তুলেছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটি রাজ্যের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, সকল বর্ণের যারা অভিজাত অংশ, যারাই পুঁজিবাদী শোষণের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রামই একমাত্র বর্ণসংঘর্ষের জাল থেকে জনগণকে বের করে এনে প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রামের পথে পরিচালনা করতে পারে। নির্বাচনকেও এই সংগ্রামের অংশ হিসাবেই দেখতে হবে। গণআন্দোলনের এই রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই বিহারের বৈশালী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কমরেড অশোক কুমার সিংহ।

ইরাকে মার্কিন হানার ছক আগেই তৈরি হয়েছিল

আফগানিস্তানে মার্কিন হানার দু-মাসের মধ্যেই ইরাক আক্রমণের ছক কষে ফেলেছিলেন জর্জ বুশ। কিন্তু এটি তিনি গোপন রেখেছিলেন। বুশ মনে করেছিলেন, একটা যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আর একটা যুদ্ধ লাগাতে যাচ্ছেন — এ খবর ফাঁস হলে মার্কিন জনগণ তাঁকে যুদ্ধবাজ বলে চিহ্নিত করবে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্রকাশিতব্য ইরাক সম্পর্কিত একটি বইতে এই গোপন তথ্য দিয়েছেন লেখক-সাংবাদিক বব উডওয়ার্ডস। আফগানিস্তানের অর্ধেক যখন মার্কিন কব্জায়, সেই সময়ে ২০০১ সালের ২১ নভেম্বর জর্জ বুশ তাঁর ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড র‍্যামস্‌ফেল্ডকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ইরাক আক্রমণের জন্য তৈরি ছকটা কেমন ? র‍্যামস্‌ফেল্ড বলেন, ওটা একটু সেকেলে হয়ে গেছে। তখন বুশ আক্রমণের নয়া নকশা বানাবার নির্দেশ দেন।

এখন দুনিয়ার সকলেই জানে —'সাদ্দাম হুসেন স্বৈরাচারী, তিনি গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বানাচ্ছেন' — এ সবই ছিল মার্কিন অজুহাত। ইরাক আক্রমণের ছক তৈরিই ছিল ; যেমন তৈরি ছিল আফগানিস্তান আক্রমণের ছক। ৯ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস ও তার সঙ্গে আল কায়দার জুজু দেখানো — সবই যুদ্ধবাজ মার্কিন কর্তাদের বাহানা, লোকঠকানো অজুহাত।

আবার এও ঠিক যে, ব্যক্তি হিসাবে জর্জ বুশ নিমিত্তমাত্র। এর আগে কেনেডি, নিক্সন, জনসন, বুশ সিনিয়র, ক্লিন্টন — প্রত্যেকেই পরদেশে হামলা করেছে, যেমন করবেন আগামীদিনে বুশের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী কেরি। এখন ভোটের স্বার্থে তিনি 'যুদ্ধবিরোধী' সেজে বসে আছেন। আসলে যুদ্ধ হচ্ছে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট — তিনি যে-ই হোন, একচেটিয়া পুঁজির নিষ্ঠাবান সেবক, তাই যুদ্ধবাজ তাঁকে হতেই হবে। তাঁর মুখে শান্তির মুখোস ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। (তথ্যসূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ১৭-৪-০৪)

এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি আলোড়ন তুলছে

একের পাতার পর

মধ্যে এস ইউ সি আই দল সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেছেন, 'ভারতবর্ষে এই একটাই পার্টি গরিব মানুষের স্বার্থে লড়ছে, এছাড়া আর কোন দল নেই যাকে সমর্থন করা যায়।' মেদিনীপুর শহরে সি পি আই-এর সংগঠন শুরুর সময়ের কর্মী ৭১ বছরের বিভূতিবাবু হতাশায় দল ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করছিলেন, এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন দেখে ও বক্তব্য শুনে তিনি অনুপ্রাণিত। বলেছেন 'হতাশায় ভেঙে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম দেশে সত্যিকারের কোন কমিউনিস্ট পার্টি নেই। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনগুলি আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছে'। তিনি মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড পঞ্চানন প্রধানের হয়ে উৎসাহের সাথে প্রচার করছেন।

নারায়ণগড় থানার বিভিন্ন এলাকায় সি পি এমের বেশ কিছু যুবকর্মী কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও গোপনে এস ইউ সি আই প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন, বিভিন্ন গ্রামে এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে বৈঠক করছেন। পটাশপুর থানার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে একদল যুবকর্মী এস ইউ সি আই প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন। নয়া পঞ্চায়েত করের বিরুদ্ধে ভোটের পরে আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁরা প্রবল আগ্রহী। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাগুই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন, ধানের উপযুক্ত দামের দাবিতে, জমির খাজনা বৃদ্ধি বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, খেতমজুরদের উপযুক্ত মজুরি ও সারা বছরের কাজের দাবিতে আন্দোলন চাষী খেতমজুরদের মধ্যে দলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

ঝাড়গ্রামে জঙ্গলের পাতাসহ জীবন ধারণের অন্যান্য উপযোগী রসদ সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায়, অরণ্যচারী মানুষদের জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে এসেছে। উন্নয়নের ফাঁকা বুলি, এবং শুকনো দরদের অভিনয় দেখে শুনে এ এলাকার মানুষ তিতিবিরক্ত। সাঁওতালী ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলেও এখনও সেই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ও সরকারি কাজে প্রয়োগ পর্যন্ত করা হয়নি। জনজীবনের অন্যান্য দাবির সাথে ভাষার এই দাবিও আদায় করতে হলে সংগঠিত গণআন্দোলনই যে একমাত্র পথ এস ইউ সি আই-এর এই আহ্বান জঙ্গলমহলে গরিব ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। ঝাড়গ্রাম (সংরক্ষিত) কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী হচ্ছেন কমরেড মাসাং হেমব্রম। হাটে বাজারে হাজার হাজার সই সংগ্রহ করা হচ্ছে, হাজারে হাজারে মানুষ সোৎসাহে সই দিচ্ছেন, গণদাবী বুলেটিন কিনছেন, বুলেটিন পড়ে গ্রামীণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মন্তব্য করছেন, ''এমন একটা দলকে মজবুত করলেই গরিবদের বাঁচার সুযোগ থাকবে।'' ঝাড়গ্রাম শহরে সি পি এম-এর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী এমনও বলেছেন ''আমাদের দল বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়েছে। আপনারা কাজ চালিয়ে যান, আপনাদের শক্তি বাড়লে বামপন্থা বাঁচবে, গরিবদের দাবি তোলার শক্তি থাকবে। এখনই দল ছেড়ে বেরোতে পারব না কিন্তু জানবেন আমাদের শুভেচ্ছা আছে।' সুদূর বেলপাহাড়ী থেকে গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, শালবনী, গোয়ালতোড়ে আদিবাসী গরিব মানুষদের মধ্যে এস ইউ সি আইকে ঘিরে একটা নতুন তরঙ্গ উঠছে।

কাঁথি কেন্দ্রের অন্তর্গত এগরা থানায় '৬২ সাল থেকে প্রথমে সি পি আই পরে সি পি এম করা বৃদ্ধ সংগ্রামী মানুষ তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কমিটি গঠন করে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড জীবন দাসের সমর্থনে অফিস খুলেছেন, প্রচারে নেমে পড়েছেন। ঐ থানারই সি পি এম দলভুক্ত বহু যুবক যৌথভাবে দল ছেড়ে এস ইউ সি আই দলে যুক্ত হয়েছেন। শিক্ষক থেকে চিকিৎসক, দীনদরিদ্র মজুর থেকে গরিব ও মধ্যচাষী, দুবদা এলাকার বন্যা কবলিত শত শত মানুষের মধ্যে আজ এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেরই স্মরণে আছে কিছুদিন আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলনে এখানে গুলি চলেছিল, প্রতিবাদে বন্‌ধ হয়েছিল। এখন সেখানে হাজার হাজার মানুষের হাতে হাতে এস ইউ সি আই-এর বুলেটিন ঘোরাফেরা করছে। কাঁথি, ভূপতিনগর, বাজকুল, ভগবানপুর সর্বত্রই সি পি এম দলের বহু কর্মী যেমন এস ইউ সি আইতে যোগ দিচ্ছেন, হুমকি সন্ত্রাস উপেক্ষা করে কাঁথি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড জীবন দাসকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সভা করছেন, তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহু যুবক এস ইউ সি আই-এর গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে আসন্ন নির্বাচনে কমরেড জীবন দাসের পক্ষে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন।

নদীয়া

ভারতবর্ষের আর একটি সাধারণ নির্বাচন যখন সমস্যা জর্জরিত নিরন্ন বুভুক্ষু ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত, তখন দারিদ্র্যের কষাঘাতে ন্যুব্জ জনতা নির্বাক। নির্বাচনের তাপ-উত্তাপ তাদের দেহ-মন স্পর্শ করেনি। নির্বাচন সম্পর্কে তারা উদাসীন। আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর নেতা-কর্মীরা যখন গ্রামে-গঞ্জে-মহল্লায় সমস্যা জর্জরিত জনসাধারণের কাছে গিয়ে ভোটবাজ পার্টিগুলোর গদিসর্বস্ব রাজনীতির কথা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি কেমনভাবে জনসাধারণকে ক্রমশঃ দারিদ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করে বলছেন, তখন জনসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে সে বক্তব্য শুনছেন। জনসাধারণ জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার অঙ্গীকার করছেন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম নথিভুক্ত করছেন।

চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাঙালঝি, পিতম্বরপুর, গোখরাপোতা সহ আরো কিছু গ্রামে জনসভা হয়। বক্তা ছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড শেখ খোদাবক্স এবং চাপড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড সেকেন্দার আলি। আগাম প্রস্তুতি ছাড়াই আয়োজিত এই সমস্ত সভায় বিরাট জনসমাগম হয়। চাপড়ার সি পি এম কর্মী নাসির, সিরাজ এবং জিয়ারুল, সি পি এম এল কর্মী সিরাজুল এবং আরো অনেকে পার্টির বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই সংগঠন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের পাড়ায় বৈঠক করার অনুরোধ জানান।

কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের পদ্মমালা, হাটখোলা, শিকরা গ্রামে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-জেলা সম্পাদক কমরেড অঞ্জন মুখার্জী এবং কৃষ্ণনগর লোকসভার প্রার্থী জননেতা কমরেড শেখ খোদাবক্স। প্রতিটি গ্রামেই পাঁচশতাধিক, কোথাও সহস্রাধিক জনসমাগম হয়। জনসভার পরেও প্রতিটি গ্রামেই মানুষ আরো কিছু জানবার জন্য প্রার্থীকে ঘিরে ধরেন এবং বৈঠকের বন্দোবস্ত করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই আন্দোলনের হাতিয়ার 'গণকমিটি' গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হন।

কৃষ্ণনগর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালীগ্রাম, ধর্মদাবাজার এবং লোহাগাছা গ্রামে সভা হয়। প্রতিটি সভাই জনসভার রূপ নেয়। আকুল আগ্রহে মানুষ বক্তব্য শোনেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখযোগ্য, ট্রেনে শেখ খোদাবক্সের আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে হাসান আলি শেখ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে সভা করান এবং আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য 'গণকমিটি' গঠন করেন। এই সভায় শতাধিক যুবক উপস্থিত ছিলেন। তারাই টাকা তুলে মাইকের বন্দোবস্ত করেন।

ধর্মদা বাজারের এক ব্যক্তি শেখ খোদাবক্সের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বাড়ির সমস্ত ভোট এস ইউ সি আই-কে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাঝেরগ্রাম, ধনঞ্জয়পুর, ধাপাড়িয়া, বাঁধাখোলা, বারোবিঘে, বাহিরগাছি, কালীবাস প্রভৃতি গ্রামে নির্বাচনী সভা হয়। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন শেখ কোরবান আলি, মিলন মজুমদার এবং প্রার্থী শেখ খোদাবক্স। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘক্ষণ সভা চলার পরেও মানুষ সভাস্থল ছেড়ে যেতে চাননি। সরকারি জনবিরোধী নীতির কথা জানতে পেরে সকলেরই চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাষাবাদ বন্ধ হবে, জমির নতুন খাজনা নীতির ফলে মানুষের যতটুকু সহায়-সম্বল জমি ছিল, তাও হাতছাড়া হবে। যৌনশিক্ষার প্রবর্তনে গ্রামীণ জীবনেও সৃষ্টি হবে চরম বেলেল্লাপনা — এসব ভেবে মানুষ শিউরে উঠেছেন। প্রার্থী শেখ খোদাবক্সকে বলেছেন, আপনারা আন্দোলন করুন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদের সঙ্গে লড়বো। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বড়চাঁদঘর, পাগলা, মির্জাপুর, আশাচিয়া মোড় — সর্বত্রই নির্বাচনী সভা হয়। সমস্ত সভাতেই মানুষ শেখ খোদাবক্সের বক্তব্য শোনেন এবং উৎসাহিত হন। পলাশীপাড়া কেন্দ্রের ফাজিলনগর, নলদা, পলশুণ্ডা গ্রাম সহ আরো কিছু কিছু জায়গায় নির্বাচনী সভা আয়োজিত হয়। সর্বত্রই জনসমাগম ছিল আশাতীত। সর্বত্রই মানুষ এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে শপথ নিয়েছেন।

নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বামুনপুকুর, স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ শহর, শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নতুনহাট, ডাকঘর মোড়, বড়বাজার, হাঁসখালি কেন্দ্রের বাদকুল্লা প্রভৃতি জায়গায় এস ইউ সি আই কর্মীরা যখন বুলেটিন বিক্রি বা অর্থসংগ্রহ করতে গেছেন তখন মানুষ বলেছেন, ভোট দেওয়ার পার্টি ছিল না, আপনারা দাঁড়ানোয় আমরা একটা জায়গা পেলাম। মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়বার মতো আর কেউই নেই — এখন আপনারাই ভরসা। আমরা আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছি। মানুষ এস ইউ সি আই-এর মুখপত্র 'গণদাবী'র গ্রাহক হয়েছেন ; আন্দোলনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রামগুলিতে সভা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আরো ব্যাপক দেওয়াল লেখার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রবীণ শ্রমিক নেতার জীবনাবসান

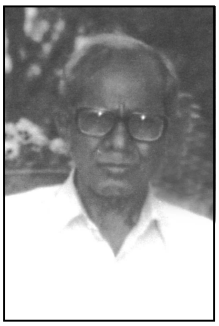

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি ১নং লোকাল কমিটির সদস্য, এস ইউ সি আই'র বিশিষ্ট সংগঠক এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য, হিন্দুস্তান স্টিল কোল্ ওয়াশারিস ইউনিয়ন এবং সেন্ট্রাল রোপওয়েজ ইউনিয়নের সহসভাপতি কমরেড জে এন সিং গত ৬ এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

বিহারের গয়া জেলা থেকে কর্মসূত্রে তিনি পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে আসেন। সেখানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের সান্নিধ্যে এসে ১৯৬৯ সালে দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ তাঁকে সংগঠিতভাবে আক্রমণ করে এবং প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং কমরেডদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোনক্রমে তাঁর জীবন রক্ষা হয়।

এলাকাতে তিনি সকলের প্রিয় সিংজী ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তিনি সকলের অভিভাবকের জায়গায় পৌঁছেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্র এলাকার সকলে ছুটে আসেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। সদাহাস্যময় কমরেড জে এন সিং অনেক পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যেই বেশি সময় কাটাতেন।

মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কেনারাম মণ্ডল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল, কোল মাইনার্স ইউনিয়নের সহসম্পাদক কমরেড এস এস ঠাকুর, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সহসম্পাদক এবং জেলা সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জী, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, বি পি টি এ'র জেলা সম্পাদক কমরেড অসীম ভট্টাচার্য, ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড পরীক্ষিত গরাঁই। দলের সঙ্গে যুক্ত তাঁর পুত্র-কন্যারা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে লাল সেলাম জানান।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

২৪ এপ্রিলের আহ্বান

একের পাতার পর

ছোঁড়াছুঁড়িই করুক, পুঁজিবাদ তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ঐক্য প্রশ্নাতীত। বিপরীতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এই দলগুলির কোন মাথাব্যথা নেই। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণগুলি তাদের কাছে নির্বাচনে কোন ইস্যু হয় না — বরং তাকে আড়াল করতে ব্যক্তিগত কুৎসা এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত অবান্তর বিষয়গুলিই প্রধান হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য উভয় জোটের মধ্যে আপাত একটা পার্থক্য দেখাতে একটি জোটকে সাম্প্রদায়িক এবং অপর জোটকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, আজকের দিনে পুঁজিবাদের স্বার্থবাহী কোনও দলই যথার্থ অর্থে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে না। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের বর্তমান স্তরে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে শোষিত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি যে পুঁজিবাদের নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন — সেই সত্যকেই এর দ্বারা আড়াল করা হচ্ছে।

বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরোক্ষভাবে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসই এদেশে অনুসরণ করে এসেছে। বিগত কংগ্রেসী শাসনের দিনগুলিতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। সেই কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে সি পি এম-সি পি আই-এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা করার কথা বলা জনগণকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বিগত কয়েকটি নির্বাচন থেকে এই দুই পার্টিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের দাবিদার দুই মুখ্য জোটের কোন না কোনটার সাথে সময় এবং অবস্থার বিচারে যুক্ত থেকে ক্ষমতার ভাগ পাওয়া। ফলে এটা পরিষ্কার যে, মার্কসবাদী নামধারী সি পি এম-সি পি আইও পুঁজিবাদকে আড়াল করার এবং এই ভোট রাজনীতির নোংরা খেলায় সমান দক্ষ হয়ে উঠেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বাধীনতার প্রাক্কালেই একথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতির কারণে সহস্র শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল আত্মসাৎ করতে চলেছে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে দেশ রাজনৈতিকভাবে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হলেও দেশে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সাধারণ গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, যতদিন না বিপ্লবের আঘাতে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন শোষিত মানুষের মুক্তি নেই। ফলে সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির জন্য এদেশে আর একটি বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে এবং সেই বিপ্লব হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কঠোর, কঠিন এবং সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লব সফল করার অপরিহার্য শর্ত সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কেও তিনি গড়ে দিয়ে যান।

এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে একথা আমাদের বুঝতে হবে যে, বিগত ৫৬ বছরে ভারতীয় পুঁজিবাদ সমস্ত দিক থেকে অনেক সংহত ও মজবুত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পুঁজিবাদের ভিত্তি যেমন সুদৃঢ় হয়েছে, তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করতে শক্তিশালী পুলিশ-মিলিটারি-আমলাতন্ত্র-বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনে পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক দল বিজেপি বা কংগ্রেস জোটের যে জোটই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন, পুঁজিবাদই অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তার দ্বারা জনজীবনে দুর্গতি কমা দূরে থাকুক, আরও তীব্র রূপ নেবে। ফলে জনসাধারণকে মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কারা সরকার গঠন করবে, এই প্রশ্নের সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত যে কথাটা বুঝতে হবে, তা হচ্ছে, ভোটের দ্বারা সরকার পাল্টানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র পাল্টানো যায় না। বহুদিন আগে শ্রমিকদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ''রাষ্ট্র আর সরকার বাংলাতেও দুটো কথা, ইংরাজিতেও দুটো কথা। ... এই দুটো কথা এই জন্য যে, জিনিস দুটো আলাদা। রাষ্ট্র বলতে একটা ব্যবস্থা, একটা সিস্টেমকে বোঝায়, আইনশৃঙ্খলার একটা ধারণা, নীতির একটা ধারণাকে বোঝায়, কতগুলো মৌলিক অধিকারের একটা ধারণাকে বোঝায়। আর তার ভিত্তিতে তাকে রক্ষা করার জন্য আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক বিভাগ, জুডিশিয়ারি এবং সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী — এই সমাবেশ বোঝায়। আর সরকার হচ্ছে, আমার ভাষায়, তাদের দারোয়ান — একে দেখভাল করে। যেমন একটা তাঁতের যন্ত্র, সেটা একটা যন্ত্র, এক নিয়মে কাজ করে। ... তাঁতযন্ত্র যদি ঠিক থাকে তাহলে ঠিক একই নিয়মে সুতো যাবে, একই নিয়মে কাপড় বেরিয়ে আসবে এবং ভাঁজ হবে। পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটা হচ্ছে এই তাঁতের যন্ত্রটার মতো একটা যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত শোষণ আসবে, যে বেকারের সৃষ্টি করে, যে ফাটকাবাজির জন্ম দেয়, যে ... উৎপাদনে অরাজকতা এবং সংকট এনে ফেলে, বাজার সংকট নিজে সৃষ্টি করে, বাজার মন্দা নিজে সৃষ্টি করে, উৎপাদনের সংকট সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে সংকট সৃষ্টি করে, শুধু মালিকদের মুনাফা বাড়ায় — এইরকম একটা সমাজব্যবস্থা। এবং এইরকম সমাজব্যবস্থাকে দেখবার জন্য উপযুক্ত সংবিধান, আইনকানুন, মিলিটারি, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ-ব্যুরোক্র্যাসি, শাসনযন্ত্র এবং বিচারবিভাগ নিয়ে যে কাঠামোটি তা হচ্ছে রাষ্ট্র .....। ... আর সরকার হচ্ছে তাঁতি। .... তাঁতি কি ইচ্ছা করলেই তাঁতযন্ত্র দিয়ে আখ মাড়াতে পারে ? ঠিক তেমনি যে কোনও সরকার কি ইচ্ছে করলে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজবাদ প্রবর্তন করতে পারে ? না জনগণের মুক্তি এনে দিতে পারে..... ? পারে না। পারে না বলেই শ্রমজীবী জনসাধারণকে সফল বিপ্লবের আঘাতে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পাল্টে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।'' (ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সম্মেলনে ভাষণ, ১৪-৫-৬৭)

এই মূল দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই আসন্ন নির্বাচনে জনসাধারণকে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কারণ নির্বাচনও একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে একদিকে রয়েছে শোষকশ্রেণী ও তার স্বার্থরক্ষাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যদিকে রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে-গড়া সর্বহারা শোষিতশ্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই। আসন্ন নির্বাচনে যে দলগুলি কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রবল লড়ালড়ি করছে, সেই দলগুলির প্রত্যেকে কেন্দ্র অথবা রাজ্য কোথাও না কোথাও ক্ষমতায় আছে বা থেকেছে এবং সর্বত্রই ক্ষমতায় থেকে মালিকশ্রেণীর সেবা করে পুঁজিবাদকেই শক্তিশালী করেছে। সিপিএম-সিপিআই-ও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে গত ৫৬ বছরে দেশে অনেকবার ভোট হয়েছে, অনেক সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং যতদিন গেছে, এই পুঁজিবাদী নির্মম শোষণ আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। এবং এই নির্বাচনেও আলাদা কিছু ঘটবে না। আজ জনগণকে ভাবতে হবে যে, যতদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন সরকার পরিবর্তনের দ্বারা তাদের সমস্যার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। তাই, নির্বাচনে শাসক দলগুলির কে জিতবে, কে হারবে — এই প্রচারে ফেঁসে না গিয়ে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে সঠিক বিপ্লবী লাইনে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক যে গণআন্দোলনগুলি দেশে গড়ে উঠছে নির্বাচনের মধ্য দিয়েও তাকে শক্তিশালী করাই হবে শোষিত জনসাধারণের কর্তব্য। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারি সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে মাঠে-ময়দানে এস ইউ সি আই লাগাতার যে আন্দোলন করে যাচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে, তাকেই সমর্থন দিয়ে, ভোট দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। এই শক্তির অগ্রগতির ওপরই নির্ভর করছে শোষিত মানুষের মুক্তি।

অন্ধকার ভারত

বিজেপি যখন ভারত উদয়ের কোরাস গাইছে এবং অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পেট্রোলচালিত রথে চড়ে আদবানী দেশ সম্পূর্ণ জ্বলজ্বল করছে বলে প্রচার করছেন, তখন ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন ২০০২ সালে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে বলেছে যে, জিডিপি'র হার ৮.১ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু সেই সুখের কোনও ছোঁয়া বস্তিবাসী জনগণের জীবনে লাগেনি। বাস্তবে শহরে দারিদ্র্যসীমার নিচের জনগণ বস্তিগুলিতে গাদাগাদি করে জরাজীর্ণ বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে, যেখানে পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নেই। শহরের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বস্তিতে বাস করে এবং লক্ষণীয় বিষয় হল, বছর বছর দেশে বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বস্তিবাসীদের সংখ্যা (লাখে)

	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
ভারত	১৫৯৪.৬৩	২১৭৬.১১	২৯০৯.৪৪
মহারাষ্ট্র	২১৯.৯৪	৩০৫.৪২	৪১৬.১৬
পশ্চিমবঙ্গ	১৪৪.৪৭	১৮৭.০৮	২৩৬.৬২
তামিলনাড়ু	১৫৯.৫২	১৯০.৭৮	২৩৩.০৮
দিল্লি	৫৭.৬৮	৮৪.৭২	১২২.৮৯
বিহার	৮৭.১৯	১১৩.৫৩	১৪৯.৫৬

কেন্দ্রীয় সরকার বস্তি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে বস্তি উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ৩২৭ কোটি টাকা, ২০০২-০৩ সালে তা কমে হয়েছে ৩০৮ কোটি টাকা। জাতীয় বস্তি উন্নয়ন স্কীমেও বরাদ্দ ৫.৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে সুখানুভূতির ফুরফুরে হাওয়া কেবল ধনীর প্রাসাদেই বইছে। (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্, ২৯-৩-০৪)

উজ্জ্বল ভারত

ভারতের অর্ধেক জনসাধারণের যখন ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান নেই, খাদ্য-শিক্ষা-জল-পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই তখন বিজেপির উদিত ভারত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বর্গরাজ্য।

নিচের তথ্য থেকে মিলিয়ে নিন—

- **২৫০০ কর্পোরেট সংস্থার লাভ ৩৯ শতাংশ বেড়েছে (ইকনমিক টাইমস ১-১-০৪)**
- **এ বছর বিশ্বের সেরা ৫৮৭ জন বিলিয়নপতির (এক বিলিয়ন ডলার প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার সমান) তালিকায় ৯ জন ভারতীয়। বিশ্বের বিলিয়নপতিদের মোট সম্পদের পরিমাণ ১. ৯ট্রিলিয়ন ডলার, (১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রায় ৫০ লাখ কোটি টাকার সমান) গত বছরের চেয়ে অর্ধ ট্রিলিয়ন ডলার বেশি। ভারতীয় বিলিয়নপতিদের টাকার পরিমাণ ৩১.৯ বিলিয়ন যা ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ ৩৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।**

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net